গীতাঞ্জলি কাব্যের শতবার্ষিকী

- অনুরাধা গুপ্ত

৩১শে শ্রাবণ ১৩১৭ গীতাঞ্জলির আত্মপ্রকাশ। নোবেল পুরস্কারে ভূষিত গীতাঞ্জলির শতবার্ষিকীতে জানাই আমাদের অভিবাদন।

বিলেত যাওয়ার পথে "সিটি অফ গ্লাসগো জাহাজ"-এ বসে গীতাঞ্জলি কাব্যের কিছু কিছু কবিতা রবীন্দ্রনাথ তর্জমা করেন এবং লিপিবদ্ধ করেন "Song Offerings"-এ আমাদের গীতাঞ্জলি। রোটেন স্টাইনকে দেওয়া Song Offerings পড়ে তাঁর (রোটেন স্টাইন) মনে হল এই গানগুলি যেন এক অতীন্দ্রিয়তাবাদী মরমী সাধকের লেখা। পরবর্তী ঘটনা তো সকলের জানা, যার ফলশ্রুতিতে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ।

চটুল অশাস্ত্রীয়, হাল্কা মেজাজের সঙ্গীত যখন বাংলা তথা ভারতের মার্গ সঙ্গীতের পথকে ক্লেদাক্ত করছে তখন গীতাঞ্জলির গানগুলো যেন এক মরুদ্যান। এই গানগুলির সুদূর প্রসারী মর্মস্পর্শী বাণী অন্তর্মিত শৈল্পিক চেতনাকে বারি সিঞ্চনে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে।

এ যুগেও যখন রোমান্টিকতা নির্বাসিত, কবির এই কবিতা সঙ্কলনে রোমান্স বাস্তব, অনবদ্য। পরবর্তী প্রজন্ম শতায়ু গীতাঞ্জলির কবিতাবৃত্তিতে হবে রোমাঞ্চিত, সুক্ষ্ম ও সুকুমার অনুভূতির অনুরণনে হবে পুলকিত। দিশাহীন প্রজন্মের কাছে আলোর দিশারী, আমাদের জিয়ন কাঠি।

গীতাঞ্জলি শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করলে দুটি শব্দ পাওয়া যায় -- গীত ও অঞ্জলি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিপ্রবণ কবিতাগুলিকে তাঁর জীবন দেবতার পায়ে উৎসর্গ করেছেন। গীতাঞ্জলি কাব্যের প্রায় সব কবিতায় তাঁর ভক্ত প্রাণের আর্তি প্রকাশ পেয়েছে।

"ঘনশ্রাবণমেঘের মতো
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক
তব ভবন দ্বারে।"

সীমার মাঝে যেমন অসীমের প্রকাশ, তেমনি কবির অন্তরে তাঁর অন্তর্যামীর উপলব্ধি মধুর হয়ে উঠেছে। যেমন জীবাত্মা আর পরমাত্মার মিলন, তেমনি কবি ও তাঁর জীবন দেবতার মিলনে "বিশ্ব সাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।"

উপনিষদে বলা হয়েছে "আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" -- রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের এই বাণী গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। গীতাঞ্জলির নানা কবিতায় এই ভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে। "আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান", তার জোয়ার কবির অন্তরে ঝঙ্কৃত হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে "সেই আনন্দ-চরণপাতে / ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে।" এই পরম অনুভূতি কবিকে হরষিত করেছে, রোমাঞ্চিত করেছে।

"আজিকে এই আকাশ তলে
জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন করে মনোহরণ
ছড়ালে মন মোর।"

জগতের এই আনন্দ যজ্ঞে প্রবেশাধিকার লাভ করে কবি ধন্য। তাই তিনি বলেছেন –

"তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
বাজাই আমি বাঁশি
গানে গানে গেঁথে বেড়াই
প্রাণের কান্না হাসি।"

এই জগত সংসারের অন্তরালে যে বিরাট পুরুষ আছেন, তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম", কিন্তু লীলাচ্ছলে "বহুস্যাম" হয়েছেন। এই জগৎ সংসার সৃষ্টি করে কোন অনাদি কাল থেকে জীব জগতের সঙ্গে খেলা চলছে। গীতাঞ্জলির কবিতায় তারই ব্যঞ্জনা –

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

বর্তমান কালের এই ভোগবাদী জীবনে শতবর্ষ পূর্বে লেখা গীতাঞ্জলির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই মনে হয়। ক্ষমতালোভী, অর্থলোভী মানুষ যখন বিবেকশূন্য হয়ে দিশেহারা – "বাসনা যখন বিপুল ধুলায় / অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়" -- তখনই তো গীতাঞ্জলির প্রার্থনা সঙ্গীত শোনা যায় – "ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র/ রুদ্র আলোকে এসো।" সেই লোভী, পাপী মানুষ নিঃসঙ্কোচে বলতে পারবে –

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।" ❑